R N No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৫৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার, ফিটিংস এবং ফ্যান ডীলার

এস, কে, সাহা

হার্ডওয়্যার ষ্টোর্স

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

ফোন নং — ৪

৬৬শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
১০ই অকটোবর, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯, সডাক ১০

পূজোর আমেজ কাটতে না কাটতেই আসর সরগরম

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেস ভেঙ্গে খান খান। অতীশ সিংহ ও মহঃ সোহরাব অস্তিত্ব বাঁচাতে কংগ্রেস ছেড়েছেন সদলবলে। দু'সপ্তাহের মধ্যেই তাঁরা ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেবেন এটা প্রায় পাকা হয়ে গেছে। জেলায় বর্ত্তমানে কংগ্রেস (ই)ও দ্বিধাবিভক্ত। তবু আসন্ন নির্বাচনে জেলায় মূল লড়াইটা হবে সি পি এমের সঙ্গে সাত্তার গোষ্ঠীর। নির্বাচনের এখনও দেরী আছে। পূজোর আমেজ কাটতে না কাটতেই জেলা রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কংগ্রেস মহলে। মাসখানেক আগেও এই জেলায় কংগ্রেসের অস্তিত্ব যাও বা ছিল এখন তার অনেকাংশই অবলুপ্ত। অপরদিকে ইন্দিরা কংগ্রেসের পাল্লা ক্রমশঃ ভারী হয়ে উঠছে। জেলায় তাঁরা মোটামুটি দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন ইতিমধ্যেই। একপক্ষে সুব্রত সাহা, কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত, আলি হোসেন প্রমুখ। অন্যদিকের নেতৃত্বে রয়েছেন আব্দুস সাত্তার। সঙ্গী পাঁচ এম এল এ সহ এককালের বহু কংগ্রেসী নেতা। মোটামুটিভাবে সাত্তার গোষ্ঠী জেলায় বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। আসন্ন নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের তিনটি আসনে ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্থী পদও প্রাথমিকভাবে স্থির হয়ে গেছে। বহরমপুরে জগদীশ সিংহ, মুর্শিদাবাদে আব্দুস সাত্তার এবং জঙ্গিপুরে লুৎফল হক। অপরদিকে ফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে বহরমপুর কেন্দ্রে আর এস পি'র ত্রিদিব চৌধুরী, মুর্শিদাবাদে সি পি এমের রাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল বারি এবং জঙ্গিপুরে সি পি এমের সম্ভাব্য প্রার্থী জয়নাল

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুর্নীতি ঢাকতে জোড়াতালি দিয়ে অডিট

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে আনীত কয়েক দফা দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক অশোক গুপ্তকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপে উক্ত পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের ছ'জন সদস্য পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনেছিলেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরোনো টিউবওয়েলকে রং করে নতুন হিসেবে কেনার খরচ দেখিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান নাকি বিরাট পরিমাণ সরকারী অর্থ আত্মসাত করেছেন। রাণীনগর গ্রামের তিনটি রাস্তা নির্মাণের ব্যাপারেও নাকি গোলযোগ রয়েছে। অভিযোগ, ঐ রাস্তা তিনটি নির্মাণে কোন মজুর না খাটিয়েই জনৈক পে-মাষ্টার নাকি জাল টিপসহির মাধ্যমে কয়েকশো টাকা গায়েব করেছেন। বন্যা ও অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে এই অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত বহু

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আবার লরি ছিনতাই, এবার মানুষও গুম

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ : ৪ অকটোবর রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় পাগলা নদীর ওপর গদাইপুর সেতুর কাছে ৩৪ নং জাতীয় সড়কে আবার একটি লরি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, ১৮/২০ জন দুর্বৃত্ত গদাইপুর সেতুর কাছে গৌহাটী থেকে কলকাতাগামী পাটবোঝাই লরিটি (নং এ এস জেড ৩৬২৪) থামিয়ে চালক ও খালাসিসহ লরির চারজন আরোহীকে বেঁধে পাগলা নদীতে ফেলে দিয়ে লরি নিয়ে চম্পট দেয়। চারজনের মধ্যে দু'জন সাঁতরে তীরে ওঠেন। চালক এবং একজন আরোহী নিখোঁজ হন। পরে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ৫ অকটোবর শেষ রাতে নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানা এলাকায় প্রখ্যাত আইনজীবী শঙ্করদাস ব্যানারজির বাড়ীর কাছে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ওপর পরিত্যক্ত অবস্থায় লরিটি উদ্ধার করা হয়। দেবগ্রাম পুলিশ ফাঁড়ি লরিটি আটক করে। রঘুনাথ-

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জোড়া খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিভূতি মণ্ডল ৩ অকটোবর সকালে রঘুনাথগঞ্জ থানার আলের উপর গ্রামে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। তিনি ছিলেন আর এস পি দলের সমর্থক। গ্রাম্য দলাদলি এই হত্যাকাণ্ডের কারণ বলে পুলিশের অনুমান। এ ব্যাপারে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে ফরওয়ারড ব্লকের দু'জন সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরদিন আর এস পি সমর্থকরা এস ডি এম ও এবং ডাঃ শঙ্কর চ্যাটারজিকে হাসপাতালে ঘেরাও করেন। তাঁদের অভিযোগ, ডাক্তার নাকি ঘুষ খেয়ে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ফরওয়ারড ব্লকের সমর্থককে 'ব্যাক ডেটে' হাসপাতালে ভর্তি করেন। ডাক্তারদের পক্ষ থেকে এ অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। পুলিশ ভর্তির কাগজপত্র আটক করেছে। ফরওয়ারড ব্লকের দু'জন সমর্থককে গ্রেপ্তারের জন্য পারটির পক্ষ থেকে পুলিশকে হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে বলে পুলিশ অভিযোগ করেছে।

ওই দিনই রঘুনাথগঞ্জ থানার

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্দুক অপহরণ

সাগরদীঘি, ১০ অকটোবর—২৭ সেপটেম্বর রাত্রে এই থানার বালানগর গ্রামের মালেক সেখের বাড়ীতে হানা দিয়ে সিঁধেল চোর একটি দোনলা বন্দুক, কয়েকটি কারতুজ এবং কয়েক বস্তা ধান অপহরণ করে চম্পট দেয়। বন্দুকের খোঁজ এখনও মেলেনি। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

অনাহারে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ অক্টোবর—চড়কা গ্রামের মহঃ সোহরাব সেখের আট বছর বয়সের এক ছেলে এবং ছয় বছর বয়সের এক মেয়ে অপুষ্টিজনিত রোগে মারা গিয়েছে। দীর্ঘদিন অনাহারে থাকার ফলে তাদের মৃত্যু ঘটেছে বলে সংবাদ সূত্রে দাবি করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এই পরিবারের আরো দু'টি সন্তানের অভুক্ত অবস্থায় মৃত্যু ঘটেছিল বলে জানানো হয়েছে।

আদিবাসী উচ্ছেদ

সাগরদীঘি, ১০ অকটোবর—মনিগ্রামের দু'জন বাস্তুহীন আদিবাসী লোদাই সর্দার ও গোরাচাঁদ হাসদাকে সম্প্রতি খাস জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ১৯৭৬ সালে ৩১ জানুয়ারী সাগরদীঘি জে এল আর ও অফিস থেকে মনিগ্রাম মৌজায় তাঁদেরকে ৬৮ শতক জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। এবার কৌশলে তাঁদের উচ্ছেদ করা হয়। অফিসের ১০৭২ (২) এল আর চিঠি থেকে উচ্ছেদের খবর জানা যায়।

আর একটি খবরে প্রকাশ, চাঁদপাড়ার আদিবাসীদের মিশ্র মৎস্য চাষের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ অভিযোগ করে আদিবাসীরা জানিয়েছেন, তাঁরা গ্রামের ১০৬৪ দাগের ৭৫ শতক পুকুরে ২৪

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ ১৩৮৬ প্রকাশিত হয়েছে

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৬।

লোকনায়ক জয়প্রকাশ

চম্বল উপত্যকার দুর্দ্ধর্ষ দস্যুরা একে একে আত্মসমর্পণ করিলেন। ব্যক্তিত্বের প্রখর চাতুর্য নহে, হৃদয়-বৃত্তির অমলিন কোমল উদ্‌ভাসে—যাহা মানুষকে বিভ্রান্ত করে না, ভীত-সন্ত্রস্ত করে না, বরং পথ দেখায়, ঋজু অন্ধ গিরিখাতের প্রান্ত হইতে সরাইয়া আনে সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের সমতল প্রান্তরে। আত্মগোপনকারী সশস্ত্র নাগাদের টানিয়া আনে বাহিরের আলো ঝলমল দুনিয়ায়। ভয়ঙ্কর নামিয়া আসে সুন্দরের সোপান বহিয়া, সুন্দরের সহিত হাত মিলাইতে।

এই অঘটন কোন সফল সুদক্ষ ঐন্দ্রজালিকের অতি সূক্ষ্ম প্রদর্শনী-কলা নহে, অতি বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু এই রকম বিচ্ছিন্ন চমকপ্রদ ঘটনাই যদি সমস্ত হইত, তবে এশিয়ার পূর্ব প্রান্ত হইতে ম্যাগসেসে পুরস্কার ঘরে আসিত না। এই গুলির চাইতেও অনেক বড়, অনেক জটিল অথচ বর্ণাঢ্য তপশ্চর্যার জীবন লোকনায়কের জীবন। এই শতকের সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব: জয়প্রকাশ নারায়ণ।

ভারতীয় ঐতিহ্য সাধনার কোন্ গভীর উৎসে এই ব্যক্তিত্বের জন্ম, আমরা তাহা জানি না, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন্ প্রেক্ষাপটে তাহার বিকাশ, আমরা তাহা জানি। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষ যখন বিক্ষুব্ধ তখন কংগ্রেসের সোস্যালিষ্ট দলের সম্পাদক হইয়া তিনি সেই আন্দোলন পরিচালনা করেন। এই ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহা বোঝা যায় তদানীন্তন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব টটেনহ্যামের মন্তব্যে। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'পার্টির সাধারণ সম্পাদক জয়প্রকাশ নারায়ণের হাজারিবাগ জেল থেকে পালাবার পর থেকেই কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠীর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। আন্দোলন পরিচালনায় জয়প্রকাশের নেতৃত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এখন ঐ আন্দোলনের সঙ্গে একটা গোপন বৈপ্লবিক সংগ্রামের কোন প্রভেদ নেই।'

সেদিন জয়প্রকাশ সম্বন্ধে ইংরেজ সরকার যাহা ভাবিয়াছিলেন, একালে ইন্দিরা সরকারও প্রায় তাহাই ভাবিয়াছিলেন। অর্থাৎ, উভয় সরকারের চোখে তিনিই ছিলেন বিপজ্জনক ব্যক্তি। নষ্টের মূল, নাটের গুরু এই লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমতী গান্ধী বলিয়াছিলেন, 'ব্যক্তি বিশেষ সৈন্য-বাহিনী ও পুলিশকে বিদ্রোহ করতে উস্‌কা'ন দিচ্ছে।'

এই অভিযোগ সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের কথা এড়াইয়া গেলে চলিবে না। চোখের সামনেই রহিয়াছে চুয়াত্তরের সর্বাত্মক বিপ্লব। নিছক ব্যক্তিগত অসন্তোষ কিংবা অশান্তি হইতে এই আন্দোলনের জন্ম হয় নাই; মহাত্মা গান্ধীর মত তিনিও আমাদের সমাজ জীবনের প্রায় লুপ্ত মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির জন্য জনগণকে উদ্‌বোধিত করিতে চাহিয়াছিলেন। আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলি যদি আদর্শের কেন্দ্রবিন্দু হইতে সরিয়া না যাইত, তাহা হইলে হয়ত এই আন্দোলনের প্রয়োজন হইত না। অনেকে তাঁহার এই আন্দোলনকে হঠকারিতা কিংবা খেয়ালীপনা বলিয়া খাটো করিয়াছেন। কিন্তু না, অনেক ভাবিয়াই তিনি এই পথে পা বাড়াইয়াছেন। সমাজের উঁচুতলায় অপচয়, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, স্বজন-পোষণ ইত্যাদি নানাপ্রকার বিকৃতি হইতে তিনি গণতন্ত্রকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। দুঃখের কথা, ১৯৭৫-এর ২৫ জুন জরুরী দাওয়াই দিয়া ইন্দিরা গান্ধী এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সে দাওয়াই জাল ছিল কি না, ইতিহাস তাহার বিচার করিয়াছেন।

সব সময়েই সরকার বিরোধী আন্দোলনের অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত এবং নিন্দিত। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই একমত হইয়াছেন। তাহা হইল রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি তাঁহার নিস্পৃহতা। জহরলাল তাঁহাকে তাঁহার সহকারী করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি রাজী হননি। ১৯৭৭ ছিল উপযুক্ত সময়। খুব সহজেই তিনি পছন্দমত আসন পাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাও হয় নাই। অতি নিন্দুকেরা এই নিস্পৃহতাকে অবশ্য পলায়নী মনোবৃত্তি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু সত্যিই কি? রাজশক্তির চাইতে লোক শক্তিকেই তিনি বড় বলিয়া ভাবিয়াছেন যদিও রাজশক্তি লোকশক্তিরই একটা দিক। এই লোকশক্তি গড়িয়া উঠিবে সমাজের তথা জনজীবনের নিম্নতম স্তর হইতে রাষ্ট্রব্যবস্থার আওতায় থাকিয়াও যাহারা নিজেদের উদ্যম ও উদ্যোগে রচনা করিবে তাঁহাদের জীবন ও ভবিষ্যত। অর্থাৎ জনগণ নিজেরাই কিছু করুক। সেটিই লোকশক্তি এবং এখন পর্যন্ত যে শক্তির অভিব্যক্তি এই হতভাগ্য দেশে দেখা যায়নি। এই শক্তির গঠন, প্রসার ও কার্যক্রমের জন্য হাতিয়ার খুঁজিতেই তাঁহার আন্দোলন এবং এই জন্যেই যুব-জনতা তাঁহার ভাবনার অবলম্বন।

এই ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়াছেন। একটি পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া বেঠিক মনে হইয়াছে বলিয়াই পুনরায় তাহা বর্জন করিয়া অন্য পথ ধরিয়াছেন। ইহা নিছক অস্থির চিত্ততা নহে, নহে তুঘলকী খেয়ালীপনা। কিংবা নহে পরস্পর বিরোধী ভাবাবেগের দ্বন্দ্ব; ইহা এক ক্রমিক সূত্রবদ্ধ অন্বেষণ।

সেই অন্বেষণ তাঁহার শেষ হয় নাই, পূর্ণ হয় নাই কাল। তাঁহার মানস সন্তান জনতা আজ ব্যাধিগ্রস্ত। স্বৈর-তন্ত্রের সর্বনাশী রথের চাকার দুরন্ত গতিরোধ করিয়াও জনতা আজ গোষ্ঠীস্বার্থের আর উপদলীয় কোন্দলের শিকার। তিনি ব্যথিত এবং সুস্থ থাকিলে বিয়াল্লিশে যাহা করিয়াছিলেন, এই চুয়াত্তর-পঁচাত্তরে যাহা করিয়াছিলেন, উনআশি-আশিতেও তাহাই করিতেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই বন্দরের বন্ধনকাল শেষ হইয়া গেল।

জনতা দলের সভাপতি চন্দ্রশেখর যাহা বলিয়াছিলেন এই দুঃসময়ে তাহা প্রবাদ-বচনের সামিল। বলিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী আমাদের দিয়াছেন স্বাধীনতা, জে পি দিয়াছেন গণতান্ত্রিক জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার সংকল্প।

জোড়া খুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কানুপুর গ্রামের কুখ্যাত ডাকাত কালাচাঁদ ওরফে সাফরিদ সেখ দলের লোকেদের হাতে খুন হয়েছে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ট্রাক চালকেরা তাকে হত্যা করেছে।

হারোয়া: পুলিশ সূত্রের আর একটি খবরে প্রকাশ, ৯ অকটোবর সুতী থানার হারোয়ায় দুবলু সেখ নামে একজন সি পি এম সমর্থক একদল কংগ্রেস সমর্থকের হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে একটি পাটক্ষেতে নৃশংস-ভাবে খুন হয়েছেন। দলীয় কোন্দল এই হত্যাকাণ্ডের কারণ বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জোড়াতালি দিয়ে অডিট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তিকে সরকারী সাহায্য বণ্টন না করে সি পি এম সমর্থকদের মধ্যে নাকি তা যথেচ্ছা চারভাবে বিলি করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের প্রধান সম্পর্কিত দুর্নীতিসমূহ ধাপাচাপা দেওয়ার জন্যই নাকি বর্তমানে জোড়াতালি দিয়ে 'অডিট' করিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

আঁসর সরগরম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আবেদীন। শশাঙ্ক সান্যাল বাদ পড়ছেন। এ ছাড়াও তিনটি আসনে জনতা এস ইউ সি মুসলীম লীগ প্রভৃতি দল থেকে একাধিক প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। এঁদের মধ্যে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে এস ইউ সি প্রার্থী অচিন্ত্য সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য।

আবার লরি ছিনতাই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গঞ্জ পুলিশ এ ব্যাপারে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এক সাক্ষাৎকারে পুলিশ সুপার সুলতান সিং জানিয়েছেন, ঘটনাটি কানুপুরের ডাকাত কালাচাঁদ হত্যার বদলা।

আদিবাসী উচ্ছেদ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জন মিলে মিশ্র মৎস্য চাষের জন্য সাগরদীঘি ব্লক আবেদন করেন। বিডিও এবং মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক পুকুরটি পরিদর্শনও করেন। কিন্তু আদিবাসীদের স্বার্থ উপেক্ষা করে একজন জোতদারের পুকুরে আট হাজার টাকার মিশ্র মৎস্য চাষ প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। আদিবাসীরা এর জন্য ক্ষুব্ধ। এখানকার আদিবাসীরা কৃষিঋণ ও মিনিকিট থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন বলে জানানো হয়েছে।

বিজয়ার অভিনন্দন

জঙ্গিপুর সংবাদের পাঠক, গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও সংবাদদাতাদের জানাই বিজয়ার অভিনন্দন।

—সঃ জঃ সঃ

বিজ্ঞপ্তি

অত্র অফিসের ৩/৯/৭৯ তারিখের ১৯২৭ (২০) নং বিজ্ঞপ্তির প্রসঙ্গে এতদ্দ্বারা রঘুনাথগঞ্জ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির এলাকার তপশিলী জাতিভুক্ত ব্যক্তিগণকে জানান যাইতেছে যে, যেহেতু উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 'লক্ষ্মীজোলা' গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য কোন তপশিলী উপজাতি প্রার্থী দরখাস্ত করেন নাই সেহেতু আগামী ২৭/১০/৭৯ তারিখের বেলা ২ ঘটিকার মধ্যে নিম্নসাক্ষরকারীর অফিসে তপশিলী জাতি প্রার্থীগণ দরখাস্ত করিতে পারিবেন যদি না তাহারা ইতিমধ্যে অন্য কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য দরখাস্ত করিয়া থাকেন। যে সকল তপশিলী জাতি প্রার্থী ইতিমধ্যে লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন তাহাদের আর করিবার আবশ্যকতা নাই।

স্বাঃ নুরুল আবসার
৭/১০/৭৯
বি ডি ও রঘুনাথগঞ্জ—২ নং
জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ধান চাষে
প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি

অধিক ফলনের জন্য
সময় মতো চাপান সার দিন

ব্যবহার করুন
হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার -এর
ইউরিয়া
শতকরা ৪৬ ভাগ নাইট্রোজেন যুক্ত

সার বিপণনে এবং কৃষিকার্যে সার্বিক উন্নতি সাধনে ব্রতী
হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড
বিপণন বিভাগ ● পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল
শাখা কার্যালয় : কলিকাতা ● দুর্গাপুর ● মেদিনীপুর ● বহরমপুর ● শিলিগুড়ি
naa. HFC. 79

গান্ধী জন্ম জয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২ অকটোবর গান্ধী জন্ম জয়ন্তী জঙ্গিপুর মহকুমায় যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়েছে এবারের পূজো ও বিজয়া দশমী উৎসব।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসন পরিচালিত ৪র্থ বার্ষিকী নক্‌-আউট ফুটবল টুরনামেনট শুরু হয়েছে ৭ অকটোবর থেকে। আজ পর্যন্ত ৩টি খেলায় রঘুনাথগঞ্জ অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাব ২—১ গোলে বহরমপুর এনএসকে, গোফুরপুর বি এস ২—০ গোলে বীরভূমের কুরুমগ্রাম সম্মিলনীকে এবং মুর্শিদাবাদ পুলিশ টিম ২—০ গোলে বীরভূমের আহমেদপুর পি একে হারিয়ে দিয়েছে।

সর্পাঘাতে ৩ জনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বিষাক্ত সাপের ছোবলে সাগরদীঘি থানার কৈয়োর গ্রামের বাসন্তী দাস এবং ঘুমন্ত অবস্থায় রঘুনাথগঞ্জ থানার চড়কা গ্রামের এক মহিলা সর্প দংশনে মারা গিয়েছেন। এ ছাড়াও সুতী এলাকার একজন সর্পদষ্ট হয়ে মহেশাইল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মারা গিয়েছেন বলে খবর।

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ভারত-জারমান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের উৎসব

১৩ সেপটেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির বাড়ালা মুখ্য গ্রামের আর ডি সেন উচ্চতর বিদ্যালয়ে এক সার উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবে স্থানীয় ২৫০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। ডাঃ এম এন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকল্প নেতা, প্রধান অতিথির ভাষণে গত ৫ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে কৃষির অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং আগামী দিনগুলিতে কৃষির অগ্রগতিতে কৃষকের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। অন্যান্য উপস্থিত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যাঁরা সার ও কৃষির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁরা হলেন পি কে বসু অঞ্চল কৃষিবিদ হিন্দুস্তান সার সংস্থা, এম কে সরকার প্রকল্প জিলা কৃষিবিদ, এস পি সিং প্রকল্প সহ-কৃষিবিদ, বি এম ভট্টাচার্য্য সহ-কৃষিবিদ হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন ও এ বি রুদ্র এরিয়া ম্যানেজার এইচ এফ সি।

এ পক্ষের চাষবাস

১৬ই—৩১শে আশ্বিন

ধান ঃ

এ সময়ে অধিকফলনশীল জলদি জাতের ধানে গন্ধীপোকা ও লেদা পোকা এবং দেশীজাতের ধানে মাজরা পোকা লাগতে পারে। গন্ধী ও লেদা পোকা দমনের জন্য একর প্রতি ১০ থেকে ১২ কেজি বি. এইচ. সি. ১০% গুঁড়ো অথবা প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম হিসাবে বি. এইচ. সি. ৫০% গুঁড়ো মিশিয়ে স্প্রে করুন। দেশী ধানে মাজরা, ভেঁপু ইত্যাদি পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ২ মি. লি. ফস্‌ফোমিডন (ডিমেক্রন ১০০) বা ১ মি. লি. মিথাইল প্যারাথিয়ন (মেটাসিড-৫০) বা ১½ মি.লি. কুইনালফস (যেমন একালাক্স ২৫) বা ২ মি. লি. লিন্‌ডেন মিশিয়ে স্প্রে করুন।

আলু ঃ

এ পক্ষের শেষ দিক থেকে জলদিজাতের আলু লাগানো শুরু করুন। বিশেষ করে, যাঁরা একই জমি থেকে দু'বার আলু নিতে চান, তাঁদের এ মাসেই প্রথম-বারের আলু লাগাতে হবে। জলদি চাষের উপযোগী আলুর জাতগুলি হল :-কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী অলংকার, কুফরী লাউকার ও আপ-টু-ডেট। এখন উঁচু বেলে বা বেলে দো-আঁশ জমিতে আলু বসাবেন। জমি তৈরীর সময় সার লাগবে একরে ৪০-৬০ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০-৬০ কেজি ফস্‌ফেট ও ৪০-৬০ কেজি পটাশ। এখন গোটা আলু লাগাবেন।

সরষে ঃ

এ পক্ষের প্রথম থেকেই টোরি বি-৫৪, রাই টি-৫৯ (বরুণা) ও বি-৯ জাতের শ্বেত সরষে বুনতে পারেন। জমি তৈরীর সময় টোরি বি-৫৪-এর জন্য সার লাগবে একরে ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট ও ৮ কেজি পটাশ এবং রাই ও শ্বেত সরষের জন্য সার লাগবে একরে ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফস্‌ফেট ও ১০ কেজি পটাশ। একর পিছু বীজ লাগবে ২½-৩ কেজি। বোনার আগে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ৩ গ্রাম ব্রাসিকল-৭৫ বা ইথাইল মার্কিউরিক ক্লোরাইড (এগ্রোসান জি. এন) বা ম্যানকোজেব (ডাইথেন এম-৪৫) মিশিয়ে বীজ শোধন করে নেবেন।

শাক-সবজী ঃ

এ পক্ষেও মাঝারি জাতের ফুলকপি, জলদিজাতের বাঁধাকপি, বেগুন, বীট, গাজর, মূলা, পালং, মটরশুঁটি, ট্যমাটো, লংকা ইত্যাদি শীতকালীন সবজির চারা বা বীজ লাগাতে পারেন। আগে লাগানো ফুলকপির ক্ষেতে সমঃমত চাপান সার দিন। পটলের লতি বা মূলের টুকরো এ পক্ষ থেকেই লাগাতে শুরু করুন। একর প্রতি ১২ কেজি হারে নাইট্রোজেন, ১২ কেজি হারে ফস্‌ফেট ও ১২ কেজি হারে পটাশ দিয়ে ১৮০ × ১৮০ সে. মি দূরত্বে পটলের লতি বা মূলের টুকরো লাগান।

ভারত-জার্মান
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭১

naa/

মাছের চাষ

মাছের ভালো ফলনের জন্য অক্‌টোবর মাসে কি করতে হবে

১। পুকুর থেকে সব আগাছা তুলে নিন।

২। ডুবে যাওয়া পুকুরে চারাপোনা ছাড়ুন।

৩। বিঘা প্রতি ১০।১২ কেজি কলিচুন, এক সপ্তাহ পরে ১০০০ কেজি কাঁচা গোবর সার দিন। এর ৪।৫ দিন পরে ৪"—৫" চারাপোনা ছাড়ুন।

৪। বড় মাছ তুলে চারাপোনা ছেড়ে নিবিড় মিশ্র চাষ শুরু করুন।

৫। নিয়মিত সার, সমপরিমাণে সরষের খৈল ও চালের কুঁড়ো মেশানো খাদ্য দিন। মাসে বিঘা প্রতি ১০।১২ কেজি কলিচুন ভিজিয়ে পুকুরে দেবেন ও মাসে একবার জাল টানবেন।

৬। এখনই বিঘা প্রতি পুকুরে ৪৫ হাজার জিওল মাছের পোনা ছাড়ুন। পরিপূরক খাদ্য দেবেন প্রথম মাসে হাজার পোনায় ২০০ গ্রাম পরের মাস-গুলিতে ৪০০।৬০০।১০০০।১৩০০ ২০০০ গ্রাম।

মাছ চাষের বিশদ তথ্যের জন্য স্থানীয় মৎস্য বিভাগীয় অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস কর্তৃক প্রচারিত]

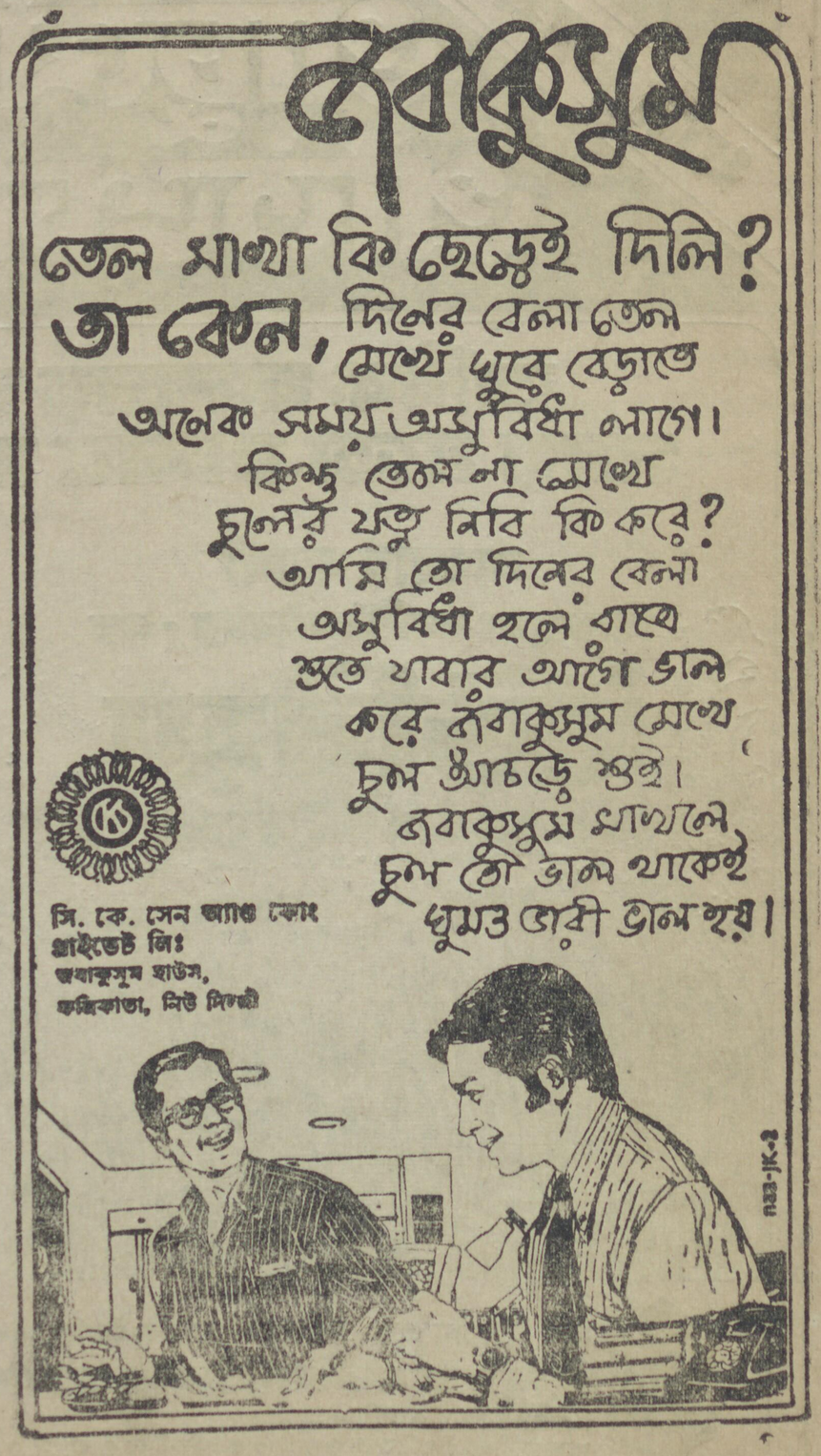

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।